গিরগিটি

আরতি মুখোপাধ্যায়

অফিস থেকে ফিরছিল অনিতা। আজ একটু তাড়াতাড়িই বেরিয়েছে। শরীরটা ভালো নয়, গা ম্যাজমেজে, মাথাধরা। বাড়ী গিয়ে একটা ব্রোসিন আর কড়া করে এককাপ চা। ব্রিজের ওপর বাসটা থামতেই চোখ আপনা আপনিই ঘড়ির কাঁটার দিকে চলে যায়। এক গাদা ছেলেমেয়ে হৈ হৈ করতে করতে উঠে পড়ল। সামনে, পিছনে দুদিকেই যথেষ্ট চাপ। তিতিরও তাহলে ফিরছে..... দূরত্বটা কম বলে ও সাইকেলে যাতায়াত করে। যাক্ বাড়ী ফিরে আর নিঃসঙ্গতার আঁচ পোয়াতে হবে না।

বিদ্যের বোঝায় কোলকুঁজো ছেলে-মেয়েগুলোর দিকে তাকালে মায়া লাগে। বিধবস্ত শরীর, শীর্ণমুখ, যেন যুদ্ধ করে ফিরছে। স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই যতগুলি পারে বোঝাগুলো কোলে টেনে নেয়। ওরাও যেন মুক্তি পায়।---- আন্টি আমারটা আমারটা, আমারটা প্লিজ্। পর্বতের আড়ালে মুষিকের চোখ দুটিই কেবল জেগে থাকে। স্নেহোজ্জ্বল, খরশান্। চারজনের সিটে আরো একটি বাচ্চাকেও পেছন ছোঁয়াতে দেওয়া হয়েছে। বেচারা নেতিয়ে পড়েছে। অনিতার অবস্থান তৃতীয়তে। অসহায় মা, স্কুলব্যাগ, জলের বোতল, ছাতা, পলিথিনব্যাগ---- নাজেহাল অবস্থা। একটু যদি সঠিকভাবে দাঁড়ানোও যেতো, আর ঠিক তখনই..... দৃষ্টি স্থির, শ্রবণ উৎকণ্ঠ.....

পাশেই বসা মেয়েটি স্কুল স্টপ থেকেই উঠছে, চেহারায় ইংলিশ মিডিয়ামের সঙ্গে আভিজাত্যের ছাপ। তিতিরেরই সমবয়সী, হয়তো একই ক্লাস, একই সেক্শন হয়তো বা তিতিরের বন্ধুই.....। বাহ্যজ্ঞান রহিত, মত্ত সামনে দাঁড়ানো ছেলেটির সঙ্গে গপ্পে। অসম্ভব রকম অশালীন ছেলেটির দাঁড়ানোর ভঙ্গী। মেয়েটির স্কার্টের নীচে অনাবৃত পা দুটির মাঝখানে যতদুর সম্ভব ঠেসে দেওয়া যায়---- প্রবিষ্ট করেছে নিজেকে। অনিতা চিড়বিড়িয়ে ওঠে আর তখনই কানে আসে অস্ফুট সংলাপ.....

----কাল কি হল, এলি নে যে বড়---ছেলে কণ্ঠ।

----বাবা বাড়ীতে ছিল, জেনে যেত ---মেয়েটি।

----যেত, যেত, শালা তার জন্য ভয় পাবার কি আছে'-ষ্ট ছেলে কণ্ঠ।

----বারে, তাহলে তো স্কুলেই আসতে দেবে না---মেয়েটি।

----বাপটাতো বড়ো ত্যাঁদড়, নজরদারী করে, শালা আমার বাপ হলে দিতুম.....

----কি বলছ, খারাপ কথা বোলো না প্লিজ্।

ও সব পীলীজ্ ফীলীজ্ বোলো না, তোমায় একদিন না দেখতে পেলে না মাইরী, বুকের খাঁচায় সাপে ছোবল মারে.....

----অসভ্য কোথাকার

অসভ্যতার হয়েছেকি..... পাই একবার, লাট্টু বানিয়ে দেব----

শীষে, কানের মধ্যে যেন কেউ গরম শীষে ঢেলে দিচ্ছে অনিতার। কান্নায় কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে, হাওয়া নেই এক ফোঁটাও হাওয়া নেই বুকের খাঁচায়, গলায় পাকানো যন্ত্রণার ভেলা----- হা ঈশ্বর.....

----কাল্ ইসকুল বন্ধ্----- ছেলে কণ্ঠ।

----ক্যা ---নো?

----লোটাসে একটা ফিলিম এয়েচে, পেরায় বুলু.... হিঁ হিঁ...

----কাল আমার ইংলিশ টেস্ট, একদম হবে না। রাগ কোরো না----

----তো পরশু?

----স্যার আসবেন, ম্যাথস্-এর।

----তখন থেকে খালি ভ্যাজোর আর ভ্যাজোর, এত পানসে না মাইরী তুমি....দিলে বেলুনে ফুটো করে....

অনিতা চোখ তোলে, আর নয়, যা হবার তা হবে। মেয়েটি তো তিতিরেরই মতন। ও তো অন্য কোনো মায়ের তিতিরই। ওর মাও নিশ্চয়ই সন্তানের ফেরার প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্নমুখে দরজায়.....

ছেলেটির কালো বাঘছাপা মাল তখন মেয়েটির হাতে। মেয়েটি মুখ মুছছে। এবার ছেলেটি-আবার মেয়েটি, মাল মুখবদল হচ্ছে....বারবার। বিকৃত কামনার স্বেদাক্ত স্পর্শ। অনিতার শাণিত দৃষ্টি ছেলেটির মুখে। চমকিয়ে ওঠে..... ছেলে কোথায়....???

এ তো যুবক----পরিণত যুবক! মিশকালো রং, দাঁতে পানছোপ, গলায় পোর চেন, হাতে বালা, চুলে ঢেউ, নখে নেলপালিস্----

কে অনিতা বড় ভয় পায়। তিতিরও। কেমন পিঠের কাঁটা সোজা করে, ঠেলে আসা চোখে ক্রমাগত রং পাল্টায়। রং এর সঙ্গে রং মিলিয়ে রং পাল্টায়। যাতে কেউ ধরতে না পারে, বুঝতে না পারে...। মেয়েটির কি ভয় নেই...??? সম্ভবত না, লালগেঞ্জি, কালোপ্যান্ট, রং বাহারী জুতো নয়। জীবটি পরে আছে ওদেরই স্কুল ইউনিফর্ম। সাদা প্যান্ট শার্ট, ব্লু-টাই, পায়ে কেড্স। কাঁধে ব্যাগও। সহজ পরিচয়, ক্লাস ফ্রেন্ড্.. ক্যামোফ্লেজ্।

অনিতার কিছু বলা হয় না, অবশ শরীরটাকে কোনরকমে সোজা করে উঠে দাঁড়ায়, আর বাস থেকে নেমে স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রাস্তা পেরোতে পারে না। যন্ত্রণার ভেলাটা এখন মাথার মধ্যে। দরজা খুলে তিতির অবাক! মা....? শরীর খারাপ.....? গায়ে হাত দিয়ে ও চমকিয়ে ওঠে। একি যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে....---কি কান্ড বলতো.....বাবাকে তো একটা ফোন করলেই পারতে.... এমনভাবে একা একা কেউ আসে....?

ধূমজ্বর। অনিতা এক ঘোরের মধ্যে। যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেও ডাক্তারের কপালে কুঞ্চন। কি হয়েছিল বলুন তো মিঃ ব্যানার্জী? তথাগত বলবে কি, জানলে তো বলবে। তিতির বলে---না ডাক্তারকাকু, তেমন তো কিছু হয় নি। গত সোমবার মা অসময়ে বাড়ী ফিরে এসেছিল গায়ে জ্বর নিয়ে, তবে মায়ের তাকানো আমার কেমন স্বাভাবিক মনে হয়নি। আর.....আর...হ্যাঁ আমাকে বার বার জিজ্ঞেস করছিল---- 'তিতির তুই গিরগিটি দেখেছিস্? গিরগিটি....আমার বড় ভয় করে যে----তোর করে না---ভীষণ ভয় করছে রে তিতির----ভীষণ ভয় করছে.....ব্যস্ তারপর তো.....।

----গিরগিটি? দ্যাট আগলি লুকিং কলার চেনজিং ক্রিচার.....? স্ট্রেনজ্.....! মিঃ ব্যানার্জী, হয়তো উনি কোনো সাময়িক কারণে প্রচন্ডভাবে শকড্ হয়েছেন, ভয় পেয়েছেন। দেখি আর কয়েকটা দিন----ওষুধ চলুক---না হলে কোনো নারসিং হোমে শিফ্ট করা যাবে।' ডাঃ মিত্র চলে যান। স্থানুর মতন বসে থাকে তথাগত। 'গিরগিটি'.....দরজায় কেউ কড়া নাড়ছে। স্মৃতির দরজায়। সন্তর্পণে পাল্লাটা একটু ফাঁক করে তথাগত নিঃশব্দে---

----অনিতা দেখ তো কে....? দরজায় কড়া নাড়ছে অমনভাবেই তথাগত বলে উঠেছিল,তখনও বাজার সেরে দ্বিতীয় রাউন্ডচা নিয়ে ভারত পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলা দেখছিলো---উত্তেজনা থর থর।

----আরে, এসো এসো ভেতরে এসো, এত সংকোচ করছ কেন? দ্যাখো কে এসেছে.....অগত্যা উঠতেই হয় আর ভয়ের একটা চোরা স্রোত পা থেকে শিরশিরয়ে মাথায় উঠে আসে। কঙ্কনা তথাগতর পিসতুত দিদির মেয়ে। কঙ্কনা।

আপাত শঙ্কাটা সরিয়ে রেখে তথাগত সহজ হবার চেষ্টা করে। 'হ্যাঁ হ্যাঁ এসো এসো।' সে আসে এবং বসেও। তথাগত তখন সদ্য বিবাহিত। নিপুণ হাতে সংসারটাকে সাজিয়ে তুলছে অনিতা। চাকরী, সংসার, তথাগত---সব সামলিয়েও অফুরন্ত প্রাণ। ছুটির দিনেও রেহাই নেই----

----না মশাই না, এত বেলা অব্দি ঘুমোন চলবেনা। ওঠো---ওঠো বলছি, না উঠলে কিন্তু জল ঢেলে দেব---ওর বাঁক নেয়া শরীরটাকে ক্যাচ লোফার মতনই তুলে নেয় তথাগত আর পর্দার ফাঁক দিয়ে আসা মিষ্টি সকালের মতনই আবারও ভরে ওঠে ভালোবাসায়। নীতা, তোমাকে না পেলে জানতামই না জীবন এত সুন্দর আর ভালোবাসা এত স্বার্থপর।

----কেন? কেন? ভালোবাসা স্বার্থপর কেন?

----কেন? আমি ভাবতেই পারি না, কোনও দিনই তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবেসেছ বা বাসবে। তুমি যদি একটুও পাল্টিয়ে যাও, নীতা আমি পাগল হয়ে যাব----

----আর আমি....? আমার জন্যও কিন্তু ভালোবাসা স্বার্থপর----মনে রেখো মশাই---

কঙ্কনা ঘুরে ঘুরে বাড়ীটা দেখতে থাকে। ওর আপাত সংকোচ তখন ধীরে ধীরে সহজিয়ার পথ নিচ্ছে।---নাহ্ খোকন মামা তুমি জিতে গেছ। ভাগ্যিস---কথা থেমে যায়। অনিতা খাবারের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকছে।

----কি গো, কি কথা হচ্ছে মামার সঙ্গে, আমি শুনবো না? বৃষ্টিধোয়া সকালের মতন পবিত্র অনিতার মুখ আর হাসি।

----না....মানে তথাগত তোতলাতে থাকে.....কঙ্কনাই বলে----'তোমার রূপের প্রশংসা করছিলাম, কোণ গুণে যে তোমার মতন বউ পেল তথাগত, প্রসংগ পাল্টাতে চায়----প্রাণপনে। প্রশ্ন করে---বললে না তো কেন এসেছ?

----কেন প্রয়োজন ছাড়া কি আসতে নেই....? এলাম তোমার সংসার দেখতে। বিয়ের দিন তো আসতে পারিনি.....ইচ্ছে করেই তুমি একই দিনে বিয়ের দিন ফেলেছিলে, পাছে আরো একটা প্লেটের খরচা বেশি পড়ে----তাই না খোকন মামা....? চোখে কৌতুকের সঙ্গে যেন কি মেশানো। অনিতার ভালো লাগে না ওর এই হেঁয়ালী, এই গা দুলিয়ে কথা বলা, আর বুকের কাপড়টা যেন ইচ্ছেকৃত সরানো।

----তোমরা কথা বল, আমি একটু রান্না ঘরে যাচ্ছি----কেমন? ----ও সরে আসে, একটা চোরাকাঁটা যেন কেমন খচ্ খচ্ করতে থাকে বুকের মধ্যে। কেমন যেন মনে হয় মেয়েটা ভালো নয়। ওর মন আর মুখ এক নয়। অন্যমনে কাজ করে, গোছানো কৌটো আবার গুছোয় বাছা সব্জী আবার বাছে...।

কথা বলা বা শব্দের আওয়াজ সে কেবল কঙ্কনারই। তথাগত বোধহয় নীরব শ্রোতা। অনিতা অধৈর্য্য হয়ে ইত

স্তত ঘরে আসে। কঙ্কনা তখন মুখ ফিরিয়েছে অনিতার দিকে----সাবধানে থেকো মামী। তোমার এই স্বামীটি কিন্তু একটি গিরগিটি। কতজনকে সে প্রেমের ফাঁসে ফাঁসিয়েছে আর তারপর সুড্ সুড্ করে বিয়ের পিঁড়িতে বসে তোমার গলায় মালা দিয়েছে, আঁচলে গিঁট দিয়ে বেঁধে রেখো বলা যায় না----

শরীরের একটা নোংরা নোংরা ঢেউ তুলে কঙ্কনা উঠে দাঁড়ায়। তথাগত বধির। মনে মনে ভাবে কি কুক্ষণে কি কুক্ষণেই যে সে কঙ্কনার ফাঁদে পা দিয়েছিল। দোলের দিন, ফুলদির বাড়ীতে। যুবা বয়সের হিড়িকে একদল বন্ধুর সঙ্গে রং খেলে ফিরছিল তথাগত। হঠাৎ-ই ছাদের ওপর থেকে ছোঁড়া বেলুনে ও ওপরে তাকায় আর তখনই কঙ্কনার ইসারায় অজান্তেই পা ঢুকিয়ে দেয় ফুলদির বাড়ীতে।

----ওমা খোকন আয় আয়, কি ভাগ্যি আমার, ভেতরে আয়, ওরা সব ছাদে আছে, যা ওপরে যা----উষ্ণ আপ্যায়ন। বহু প্রাচীন এক বনেদী বাড়ী, নোনা ধরে গেছে সারা বাড়ীটার গায়, অন্ধকার, কেমন ভুতুড়ে-ভুতুড়ে। দেওয়াল ধরে ধরে অন্ধকার সিঁড়িটা পাক খেতে থাকে তথাগত। ওঁৎ পেতে ছিল এক ক্ষুধিত বাঘিনী। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কিছু বোঝবার আগেই তথাগত অনুভব করে একতাল নরম মাংসপিন্ডর মধ্যে ওর হাত চলে গিয়েছে, আস্তে আস্তে দুটো শরীর মিলে যাচ্ছে আর আগ্রাসী চুম্বনে ও মেতে উঠেছে আর এক রাত্রের খেলায়।

সেই প্রথম আর সেই শেষ। এরপর বহুবার বহুভাবে কঙ্কনা ওর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছে, মাকে দিয়েও ডাকিয়েছে কিন্তু তথাগত পা বাড়ায়নি।----একটা ভালো পাত্র দেখে দে নারে খোকন, তোর তো কত বন্ধুবান্ধব, বাড়ীতে বসে বসে মেয়েটা যে বুড়িয়ে যাচ্ছে----চিঠি এসেছিল ফুলদির। তথাগত সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলেছে।

কঙ্কনার বিয়ের চিঠি দিতে এসে জিতু জামাইবাবু হাত কচলিয়ে বলেছিলেন-----নামেই দোজবরে, বিয়ের এক বছরের মধ্যেই.....তা কোনও দাবীদাওয়া নেই.....তা স্কুলের মাস্টার.....তা ছাত্র পড়িয়েও ইনকাম হয়, তা---এসো কিন্তু ভাই, অবশ্যই এস, বৌদিকে বলে যাচ্ছি, নিয়ে এসো।

কথাবার্তা চলছিল। প্রায় একরকম জোর করেই তথাগত ঐ একই দিনে বিয়ের দিন স্থির করে। আর তারপর তো শুধু সু-খ। এই সুখের খবরটাকে ভেঙে দিতেই কঙ্কনা সেদিন এসেছিল তথাগত জানে তা....।

একমাস অনিতা ওর সঙ্গে কথা বলেনি, ফিরেও তাকায়নি। ক্ষমা চেয়ে হাতে পায়ে ধরেও ওকে বোঝাতে পারেনি ওর দোষ ছিলো না কঙ্কনার ব্যবহারের জন্য। অনিতা নীরব থেকেছে, আর যখন নীরবতা ভেঙেছে তা কেবল একটিই শব্দে 'গিরগিটি'। তারপর তো পনেরো বছর কেটে গেছে.....এতদিন পরেও.....?

তিতিরের ডাকে ঘোর ভাঙে তথাগতর-----বাবা-বাবা কখন থেকে ডাকছি, কি ভাবছিলে বলতো-----? মার জ্বর নামছে, মার ঘরে এসো----খুঁজছে তোমায়----

পান্ডুর দৃষ্টিতে অনিতা চোখ রাখে তথাগতর বিষাদছাওয়া মুখে। শুকনো ঠোঁটে কিছু কথা বলতে চায়---তথাগত বাধা দেয়, সব কথা শুনব তোমার, আগে সেরে ওঠো লক্ষ্মীটি। তথাগতর নিঃশব্দ চোখের জলে ভিজে যায় অনিতার তাপদগ্ধ মুখ। তিতির এসে পাশে। দাঁড়ায়, দুহাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে। পরম নির্ভরতায় অনিতা চোখ বোজে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com